

التصوير: تيتيك - الخالص

৭১০

ع ২

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۚ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۙ

سُورَةُ الْاِنْفِصَالِ وَرُكُوعُهَا ١٠ آيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعِذْ بِرَاحَةِ اللّٰهِ ۗ وَابْتَغِ الْوَسِيلَةَ اِلَىٰ رَبِّكَ ۗ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَتّٰی تُبَدِّلَ لَكَ وَجْهَ اللّٰهِ ۗ وَتَبَّ ۗ مَا اغْنٰی عَنْهُ مَالُهُ ۙ وَمَا كَسَبَ ۗ سَيَصْلٰ نَارًا اِذَا تَلَّهَا ۗ وَامْرَاَتُهُ حَبَّالَةٌ الْحَطَبِ ۗ فِیْ جَنَّةِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۗ

سُورَةُ الْاِنْفِصَالِ وَرُكُوعُهَا ١٠ آيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۗ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۗ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُولَدْ ۗ لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۗ

৩) এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি (৪) এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। (৫) তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

সূরা নছর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (২) এবং আপনি যাবনুযকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আবু লাহাবের হস্তদুয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে, (২) কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। (৩) সত্ত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে (৪) এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে, (৫) তার গলদেশে খড়্গের রশি নিয়ে।

সূরা এখলাছ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, (২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দিয়েনি (৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইবনে কাসীর এখানে অন্য একটি তফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় **مَا** - কে **موصول** ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় **مصدرية** ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় **لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ** আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের এবাদত কর, আমি তাদের এবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের এবাদত করি তোমরা তার এবাদত কর না। দ্বিতীয় জায়গায় **وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ** -আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তোমাদের এবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মত এবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার মত এবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় এবাদত পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সারকথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং এবাদত-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের এবাদতপদ্ধতি তাই, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের এবাদত-পদ্ধতি স্বকপোলকল্পিত।

ইবনে-কাসীর এই তফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। এবাদত-পদ্ধতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ — এর তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর বলেন :

এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে :

وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ — আরও এক আয়াতে

لَنَا عَمَلْنَا وَإِلَيْكُمْ عَمَلُكُمْ — এর সারমর্ম এই যে, ইবনে-কাসীর বলেন :

শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন যার অর্থ প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কাফেরদের সাথে শাস্তিচুক্তির বৈধ ও অবৈধ প্রকার : আলোচ্য সূরায় কাফেরদের প্রস্তাবিত শাস্তিচুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ ঋণ্ডন করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কোরআন পাকে একথাও আছে যে, **وَلَنْ جَنَّتُوكُمْ لِنَسُومِ فَاتُجَنَّتْ لَهَا** -অর্থাৎ, কাফেররা সন্ধি করতে

চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদীনায় হিজরত করার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও ইহুদীদের সাথে শাস্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোন কোন তফসীরবিদ সূরা কাফিরনকে মনসুখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** আয়াতখানি। কেননা, এটা বাহ্যতঃ জেহাদের আদেশের। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, **لَكُمْ دِينُكُمْ** -এর

অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, বরং এর সারমর্ম হল 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শাস্তিচুক্তি নিষিদ্ধ রয়েছে **وَلَنْ جَنَّتُوكُمْ** আয়াত দ্বারা এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চুক্তি দ্বারা সে শাস্তিচুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা